সংবাদ

৫০

তারিখ ... 24 DEC 1998
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৭

কৃষি শিক্ষা ঃ ঐচ্ছিক, না আবশ্যিক

বিগত সরকারের আমলে ১৯৯৪ সাল থেকে দেশের মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ছাত্রী ছাড়া কাউকে এ ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়নি। শহর-বন্দরের বিদ্যালয়গুলোও বাদ পড়েনি। তখন সরকারের যুক্তি ছিল ঃ মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। সেই কৃষি সম্পর্কে সবারই 'সম্যক জ্ঞান' থাকতে হবে এবং এই জ্ঞান দানের উপযুক্ত সময় হলো মাধ্যমিক স্তর।

কৃষির মত একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান সকল শিক্ষার্থীকে 'ধরে বেঁধে' কেন শেখানো হবে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক'জন পরবর্তীকালে কৃষিকার্যকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেবে, এ-সব প্রশ্নে না যেয়েও তখন যে বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হলো, কোন ধরনের প্রস্তুতি না নিয়ে সরকার কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলেন কেন। ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি এসে দেখা গেল খুব কম স্কুলেই কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মত শিক্ষক আছেন। এমনকি পাঠ্যপুস্তকেরও কোন পাত্তা নেই। ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা দেয়ার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির কোন উদ্যোগ নেই। শহরের স্কুলগুলোর পক্ষে এ কাজটা এখনও প্রায় সাধ্যাতীত। এখান থেকে ওখান থেকে লোকজন ধরে এনে কৃষি শিক্ষা দানের প্রেসক্রিপশন দিলেন কতিপয় শিক্ষা কর্মকর্তা। কোন প্রস্তুতি ছাড়া কেন কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলো, তার কোন সন্তোষজনক উত্তর তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী দিতে পারেননি।

গত তিন বছরে খুব কম স্কুলেই কৃষি শিক্ষা দানের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। জোড়াতালি দিয়ে বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে। গত তিন বছরে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে সামান্যই জ্ঞান অর্জন করেছে। অথচ ১৯৯৮ সালে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় কৃষি শিক্ষার পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। বর্তমান সরকার ভাবগতিক দেখে কৃষিকে ঐচ্ছিক বিষয় করেছেন। এর ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। স্কুলগুলোর তো কথাইনেই।

মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি বিজ্ঞান না শেখানোর ফলে আমাদের কৃষিকার্যে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না, ভবিষ্যতেও হবে না। স্কুলগুলোতে হাতে-কলমে কৃষিকার্য শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি করাটাও কঠিন কাজ। অতএব যেসব স্কুল ভালভাবে শেখাতে পারবে সেসব স্কুলই কৃষি বিজ্ঞান পড়াতে থাক। সবার ওপর জোর করে চাপিয়ে দিলে শিক্ষার নামে অশিক্ষা-কুশিক্ষাই বাড়বে। দেশী ও বিদেশী যেসব 'আর্ম চেয়ার' বিশেষজ্ঞ তদানীন্তন সরকারকে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা অগ্র-পশ্চাৎ ঠিকমত বিবেচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না।

কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করার পর কোন কোন মহল থেকে মন্তব্য করা হচ্ছে যে, এর ফলে হাজার হাজার কৃষি শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার পথ রুদ্ধ হলো। কৃষি শিক্ষা তো এখনও শিক্ষাক্রম থেকে তুলে দেয়া হয়নি। যেসব বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা পারবে তারা কৃষি শিক্ষকদের নিয়োগ দেবে। অন্যদিকে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও তার ছাত্রছাত্রীদের ওপর জোর করে একটি বিষয় শিক্ষার গুরুভার চাপিয়ে দেয়াটা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হবে না। আরেকটি গুরুতর বিষয় হলো, একের পর এক ঐচ্ছিক বিষয় আবশ্যিক করে তরুণ শিক্ষার্থীদের ভারাক্রান্ত করা কোন ধরনের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হতে পারে না।